রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ২৩, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
নৌশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ/০৬ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

নং ১৮.০০.০০০০.০১৭.১৮.২৪.১৮-৬৩৬—বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি মেরিন একাডেমিতে প্রি-সী নটিক্যাল/ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ক্যাডেট ভর্তির নিমিত্ত সমন্বিত ক্যাডেট ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের নীতিমালা :

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম :

দেশি বিদেশি সমুদ্রগামী জাহাজে ক্যাডেট হিসাবে যোগদানের জন্য ২ (দুই) বছর মেয়াদি প্রি-সী ক্যাডেট কোর্স সম্পন্ন করতে হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম ও মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রামসহ (ফিস প্রসেসিং শাখা ব্যতীত) বেশ কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের ক্যাডেট প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ক্যাডেট ভর্তি করে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা প্রশিক্ষণ শেষে একই ধরনের সনদপ্রাপ্ত হয় এবং সমুদ্রগামী জাহাজে ক্যাডেট হিসাবে নিয়োজিত হয়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের উন্নয়ন, আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয় সংক্রান্ত ২৪-১০-২০১৬ তারিখের সভায় ক্যাডেট ভর্তির জন্য একটি অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নে সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সে অনুসারে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হল। নীতিমালাটি "মেরিটাইম শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ক্যাডেট ভর্তির সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা নীতিমালা-২০১৯" নামে অভিহিত হবে।

২। উদ্দেশ্য :

আন্তর্জাতিক সমুদ্রগামী জাহাজে মানসম্মত মেরিন অফিসার ও ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অভিন্ন ও সুষ্ঠু পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে মেধাবী ও উপযুক্ত ছাত্র ভর্তি করা।

মূল্য : টাকা ৮·০০

৩। সংজ্ঞা : বিষয় বা প্রসংঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায়—

(ক) "অধিদপ্তর" অর্থ Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXVI of 1983) As Amended-এর অধীন স্থাপিত নৌপরিবহন অধিদপ্তর;

(খ) "পরীক্ষক" অর্থ এই ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যক্তি;

(গ) "মহাপরিচালক" অর্থ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(ঘ) "মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান" অর্থ বাংলাদেশ নৌ-বাণিজ্যক অফিসার ও নাবিক প্রশিক্ষণ, সনদায়ন, নিয়োগ, কর্মঘণ্টা এবং ওয়াচকিপিং বিধিমালা ২০১১ পুরণকল্পে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(ঙ) "সরকার" অর্থ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং তার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিদপ্তর/সংস্থা; এবং

(চ) "ক্যাডেট" অর্থ জাহাজে অফিসার পদে চাকরির জন্য মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণরত/অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী বুঝাবে।

৪। ভর্তির প্রক্রিয়া :

(ক) নৌপরিবহন অধিদপ্তর ভর্তি পরীক্ষা আয়োজনে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

(খ) নৌপরিবহন অধিদপ্তর প্রতিবছর সুবিধাজনক সময়ে ক্যাডেট প্রশিক্ষণ ভর্তির বিজ্ঞপ্তি জারি এবং অনলাইন আবেদন সংগ্রহ করবে। এ জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তর অনলাইন ব্যবস্থা সংরক্ষণ করবে;

(গ) নৌপরিবহন অধিদপ্তর ভর্তি পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ফি উল্লেখ করে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা করবে;

(ঘ) ভর্তির জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্রে আবেদনকারী তাদের পছন্দ অনুযায়ী মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (সরকারি/বেসরকারি) নাম ক্রমানুযায়ী উল্লেখ করবে। নৌপরিবহন অধিদপ্তর ভর্তি পরীক্ষার জন্য অনলাইনে পূরণের জন্য একটি ফরম (Template) তৈরি করবে।

৫। নির্বাচন পদ্ধতি :

(ক) প্রতিবছর কতজন ক্যাডেট ভর্তি করা হবে তা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে সভা করে নির্ধারণ করা হবে;

(খ) আবেদনকারীদের যোগ্যতা "বাংলাদেশ নৌ-বাণিজ্যিক জাহাজ অফিসার ও নাবিক প্রশিক্ষণ, সনদায়ন, নিয়োগ, কর্মঘণ্টা এবং ওয়াচকিপিং বিধিমালা, ২০১১" অনুসারে নির্ধারিত হবে অথবা সমমানের হবে;

আবেদনকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বিভাগ অর্থাৎ ৬০% নম্বর অথবা জিপিএ ৩.৫০ প্রাপ্ত হইয়া উত্তীর্ণ হতে হবে এবং এইচএসসি পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা ও গণিতসহ প্রথম বিভাগ অর্থাৎ ৬০% নম্বর বা জিপিএ ৩.৫০ থাকতে হবে এবং পদার্থবিদ্যা ও গণিত বিষয়ে আলাদাভাবে ৬০% নম্বর এবং ইংরেজি বিষয়ে ৫০% নম্বর প্রাপ্ত হয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে; ইংরেজি ৫০% নম্বর বা জিপিএ ৩.০০ এর ঘাটতি থাকলে IELTS পরীক্ষায় ৫.৫ স্কোর থাকতে হবে;

অথবা,

ইংলিশ মিডিয়াম পাঠ্যক্রমের আওতায় পদার্থবিদ্যা ও গণিতসহ C গ্রেডে A-Level সনদপ্রাপ্ত এবং পদার্থবিদ্যা, গণিত, ইংরেজিসহ ন্যূনতম ৫টি বিষয় নিয়ে C গ্রেডে A-Level সনদপ্রাপ্ত, বয়স সর্বোচ্চ ২১ বছর, উচ্চতা : পুরুষ-৫′ ৮″ এবং মহিলা ৫′ ২″,

ওজন : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার BMI চার্ট মোতাবেক হতে হবে (BMI ন্যূনতম ১৭ এবং সর্বোচ্চ ২৭; যেমন ৫′ ৪″ : ৪৫-৭১ কেজি বা ৫′ ৬″ : ৪৮-৭৬ কেজি। দৃষ্টিশক্তি নটিক্যাল ক্যাডেটদের জন্য ৬/৬; ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডেটদের জন্য ৬/১২ (চশমাসহ অবশ্যই ৬/৬ হতে হবে)। আবেদনকারীকে বাংলাদেশি নাগরিক এবং অবিবাহিত হতে হবে। তবে বিদেশি নাগরিক ভর্তির ক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট নিয়মনীতি/শর্তাদি প্রযোজ্য হবে;

(গ) বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রামের সহায়তায় নৌপরিবহন অধিদপ্তর ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

(ঘ) সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে :

a.	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়-এর যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	:	আহবায়ক
b.	কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম	:	সদস্য
c.	অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট	:	সদস্য
d.	কন্ট্রোলার অফ মেরিটাইম এডুকেশন, নৌপরিবহন অধিদপ্তর	:	সদস্য
e.	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ১ জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
f.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ১ জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
g.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ-এর ১ জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
h.	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ১ জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
i.	মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম-এর ১ জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
j.	সভাপতি, এসোসিয়েশন অব মেরিটাইম ট্রেনিং ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ, ঢাকা	:	সদস্য
k.	চীফ নটিক্যাল সার্ভেয়ার, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা	:	সদস্য-সচিব

কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে অথবা সাব কমিটি গঠন করতে পারে।

৬। <u>নির্বাচন পদ্ধতি ও ফলাফল :</u>

এসএসসি ও এইচএসসি এর জিপিএ এবং ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন মূল্যায়ন করতে হবে;

- এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ এর ১৫ গুণ = ৭৫ নম্বর (সর্বোচ্চ);
- এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ এর ২৫ গুণ = ১২৫ নম্বর (সর্বোচ্চ);
- ভর্তি পরীক্ষা নৈর্ব্যক্তিক (MCQ পদ্ধতি) = ১০০ নম্বর;
- সর্বমোট = ৩০০ নম্বর;
- ভর্তি পরীক্ষা : নৈর্ব্যক্তিক (MCQ পদ্ধতি) = ১০০ নম্বর। (বিষয় ভিত্তিক নম্বর বিভাজন : পদার্থ বিজ্ঞান-২৫, গণিত-২৫, বাংলা-১০, ইংরেজি-২৫ ও সাধারণ জ্ঞান-১৫)। পরীক্ষায় মোট ২০০টি প্রশ্ন থাকবে;
- ভর্তি পরীক্ষায় পাশ নম্বর ৪০%। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা প্রাথমিক শারীরিক ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।

৭। **প্রাথমিক শারীরিক যোগ্যতা ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ :**

(ক) মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শারীরিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে; দৌড় ৪০০ মিটার, পুশআপ ১০টি, রোপ আরোহণ ন্যূনতম ৩ মিটার ও সাঁতার ন্যূনতম ৬০ মিটার একটানা অতিক্রমে সক্ষম হতে হবে;

(খ) প্রাথমিক শারীরিক যোগ্যতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে;

(গ) মৌখিক পরীক্ষায় আলাদা কোন নম্বর থাকবে না। ব্যক্তিত্ব এবং শারীরিক সক্ষমতা বিবেচনায় নেয়া হবে;

(ঘ) এসএসসি, এইচএসসি ও লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে একটি সমন্বিত মেধা তালিকা প্রণয়ন করা হবে; লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্য হতে সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে মেধা তালিকা চাহিদার ৪/৫ গুণ আকারে প্রকাশ করা হবে। মেধা তালিকার সংখ্যা কম/বেশি করা যাবে। সরকারি ও বেসরকারি মেরিন একাডেমিতে আসন সংখ্যা শূন্য থাকলে অপেক্ষমান তালিকা হতে পূরণ করা হবে এবং অপেক্ষমান তালিকা হতে প্রার্থী ভর্তি শেষ হওয়ার পরেও আসন সংখ্যা শূন্য থাকলে প্রয়োজনে পুনরায় ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

(ঙ) মৌখিক পরীক্ষার জন্য গঠিত বোর্ডে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/দপ্তরের প্রতিনিধি থাকবে। পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত কমিটি বোর্ড নির্ধারণ করবে;

(চ) মেধা তালিকা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রামের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে।

৮। **ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করণ :**

(ক) প্রাথমিক শারীরিক যোগ্যতা ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের চূড়ান্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আহবান করা হবে। কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত সরকারি হাসপাতাল কর্তৃক চূড়ান্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ ভর্তির যোগ্যতালাভ করবে, স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ ল্যান্টারন টেস্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে;

(খ) নৌপরিবহন অধিদপ্তর ভর্তির জন্য চূড়ান্ত প্রার্থীদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে। সে আলোকে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান ১ম মাসের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে;

(গ) তালিকা অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ক্যাডেট ভর্তি না হলে অপেক্ষমান তালিকা হতে ভর্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উক্ত তালিকা সফটওয়্যার কর্তৃক তৈরি করা হবে;

(ঘ) উক্ত প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যাপ্ত ক্যাডেট পাওয়া না গেলে ভর্তি পরীক্ষা কমিটি শূন্য আসন পূরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুস সামাদ
সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd